দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 NOV 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম ১

050

শিক্ষাঙ্গন

নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রসঙ্গে

দেশের জনসংখ্যার সাথে নিরক্ষরতাও যে মহাজনের সূদের ন্যায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আজ বাংলাদেশের জনসংখ্যানুসারে শিক্ষিতের হার না বাড়লেও মোটামুটিভাবে শিক্ষিতদের সংখ্যাও বাড়ছে। কিন্তু দুঃখজনক যে, আজ অবধি এদেশে শিক্ষিতদের জন্য কেন উপযুক্ত কর্মসংস্থান হয়নি। যার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের মানুষ শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। উচ্চ শিক্ষার জন্য যে ব্যয় তা অধিকাংশ মানুষের নাগালের বাইরে। কারণ এদেশের অধিকাংশ মানুষের আর্থিক অবস্থা উন্নত নয়। তাই যে বয়সে ছেলে-মেয়েরা শিক্ষকের স্নেহডোরে থেকে লেখা-পড়ায় নিয়োজিত থাকে, সে বয়সে ছেলেরা আজ ছুটছে কাজের অন্বেষণে, পারিবারিক দৈন্যতা ঘুচাতে। ফলে তাদের প্রতিভা বিকাশের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

একথা সবাই জানি যে, শিক্ষা ব্যতীত মুক্তির পথ নেই। যে ধ্যান-ধারণা, চিন্তাধারা, বুদ্ধি, জ্ঞান, কলাকৌশল আয়ত্তে এলে এ সমাজের উন্নয়ন সম্ভব। সেটা কি প্রচলিত সংস্কারের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে বসে থাকলে আসবে? তার জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা ও তার পরিবেশ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কিছু স্বার্থান্বেষী মহল শিক্ষার প্রসারের বিরুদ্ধে, কারণ তারা চায় সমাজকে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণায় আবদ্ধ রাখতে। তাই শিক্ষা তাদের জন্য আতঙ্ক। শিক্ষার ফলে মানুষ সচেতন হয়ে উঠলে তাদেরকে শোষণের শৃংখলে আবদ্ধ রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে।

একথা সত্যিই আনন্দের যে, বর্তমান সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণে জাতীয় ভিত্তিক সার্বিক উদ্যোগ নেয়ার কথা বলেছেন। সরকারের এ উদ্যোগে আমরা সম্মিলিতভাবে যদি সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসি তবেই হয়ত এই উদ্যোগ সফল হবে। জনসংখ্যার দিক দিয়ে এদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ। এরপর রয়েছে দারিদ্র্যতা, সামাজিক নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং কুংস্কার। এ অবস্থায় সামাজিক উন্নয়ন অসম্ভব। বস্তুতঃ সমাজে গুণগত পরিবর্তনের জন্য মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন আবশ্যক।

মানুষের মধ্যে আস্থা জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদের অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আর্থিক নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে যে সরকারী ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ভূমিকা হতে হবে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। দেশের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে জাতীয় জাগরণের কথা ভাবতেই পারি না। আর এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য ইতিপূর্বেও শিক্ষার অনেক কর্মসূচী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এর জন্য আমাদের সকলকে উদারনীতির মনোভাব নিয়ে সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

—মোঃ হারুনুর রশিদ চৌধুরী,
২, জুবিলী রোড,
চট্টগ্রাম।